যুগান্তর
10 NOV 2013

## সিআরআই প্রতিবেদন

# বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী কমছে

বিজ্ঞান চর্চায় বিশ্বের অন্যান্য দেশ এগিয়ে চলেছে, বাংলাদেশ ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে। এতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রকৌশলী, অর্থনৈতিকসহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ক্রমশ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, কর্মক্ষেত্রেও বিপুল সংখ্যক দক্ষ জনবলের সংকট দেখা দিয়েছে। এদিকে শুধু চট্টগ্রামেই গত ১০ বছরে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ৩৬ শতাংশ থেকে ১৯ শতাংশে নেমে এসেছে। বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম চেম্বারে এ কে খান ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায়, চিটাগাং রিসার্চ ইনেশিয়েটিভ (সিআরআই) এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। এ সময় স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার হালচাল নিয়ে বিশেষ গবেষণামূলক হালখাতা চট্টগ্রাম নামে বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৩ প্রকাশ করা হয়।

ওই গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষার এ ক্রমসংকোচনের ফলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশিষ্টজনেরা। তারা বলেন, জাতীয় সমাজতত্ত্বে স্বল্প পরিশ্রমে সাফল্য লাভের প্রবণতা বা মানসিকতা দেখা দিয়েছে। ব্যবসায় শিক্ষার একচেটিয়া দাপটে ভারসাম্যহীনতার দিকে চলে যাচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্র। শিক্ষার মান নিম্নমুখিতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রাম-শহরের মধ্যে বৈষম্যও প্রকট করে তুলেছে। গ্রামাঞ্চলে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর হার আশংকাজনকভাবে কমে গেছে। এটা দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার অন্তরায় বলেও মন্তব্য করা হয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষার সংকট মোকাবেলা করা বর্তমান সময়ে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য ছিল, স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার হালচাল ও দক্ষতাভিত্তিক বিজ্ঞানের চট্টগ্রাম নগরী গড়ে তোলা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় সেমিনারে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট ড. শমসের আলী, একে খান ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি সেক্রেটারি সালাউদ্দিন কাসেম খান, বাংলাদেশস্থ জাইকার কান্ট্রি ডাইরেক্টর তাকাও তোদা, বেস টেকনোলজিসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাসান শিবলী, বিজিসি ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. সরোজ কান্তি সিংহ হাজারী, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির কমান্ডেন্ট ড. সাজিদ হোসেন, ড. মঈনুল ইসলাম মাহমুদ, চট্টগ্রাম চেম্বারের পরিচালক মাহফুজুল হক শাহ, প্রফেসর জাহাঙ্গীর চৌধুরী, জয়নাব বেগম, ডাক্তর ভট্টাচার্য, শাহ আলম নিপু, শোয়েব রিয়াদ, নারী নেত্রী খালেদা আউয়াল, একে খান ফাউন্ডেশনের সোমা ইসলাম, শিক্ষার্থী ফারিয়া কবির প্রমুখ।

বিজ্ঞান এবং দক্ষতা : চট্টগ্রামকে দক্ষ নগরী গড়ে তোলা শীর্ষক মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ড. জিল্লুর রহমান। এতে তিনি উল্লেখ করেন, চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী ক্রমেই কমে চলেছে। এতে শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, কর্মক্ষেত্রেও দক্ষ জনবলের সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি গার্মেন্ট ও শিল্পকারখানায় ২৫ শতাংশ দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনবলের সংকট রয়েছে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চট্টগ্রামে বিজ্ঞান জাদুঘর প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন তিনি। তিনি আরও বলেন, বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন এবং দক্ষতা বাড়াতে পারলেই চট্টগ্রামকে আঞ্চলিক উন্নয়নের চালক এবং সবচেয়ে সুন্দর নগরীতে পরিণত করার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা যাবে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে চট্টগ্রাম বন্দর একটি সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। এর যথোপযুক্ত ব্যবহার করা গেলে শিল্প উৎপাদন, সংযোজন শিল্প, বাণিজ্য ও সেবা খাতে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক হাবে পরিণত হবে। —সুমাইয়া রহমান শীমা